গাংনীতে পিএসকেএসের উদ্যোগে সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে সৃন্বিত কৃষি ইউনিটের কৃষিখাতের আওতায় উপজেলা সমন্বয় ও পরিকল্প সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার সময় পিএসকেএস এর প্রধান কার্যালয়ে সম্মেলন কক্ষে এ পরিকল্পনা সভা বাস্তবায়ন করে বে- সরকারি সংস্থা পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি পিএসকেএস।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার পরিচালক মো: কামরুজ্জামান।

সমন্বয় ও পরিকল্পনা সভায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন গাংনী উপজেলার অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মোঃ রাসেল রানা,প্রানী সম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো: আরিফুল ইসলাম, সহকারি মৎস্য কর্মকর্তা মো: জাকির হোসেন । পরিকল্পনা সভায় প্রাণী, মৎস্য ও কৃষির উন্নয়ন, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মোহাঃ কামরুজ্জামান পরিচালক (কর্মসূচি) ও ফোকাল পারসন (সমন্বিত কৃষি ইউনিট)।

আলোচনা সভায় সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বরাদ্ধকৃত প্রদর্শনীর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি বিগত সময়ে বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রদর্শনীর বাস্তবায়ন কৈাশল, অর্জন এবং মাঠ পর্যায়ের প্রভাব নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।

পরিশেষে সমন্বিত কৃষি ইউনিটের কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে সবার সহযোগিতা চেয়ে পরিচালক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন পিএসকেএস এর কৃষি কর্মকর্তা মো: জুয়েল রানা, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মো: ছরোয়ার হোসেন, মৎস্য সহকারি কর্মকর্তা মো : খালেদ কবীর ও ভেটেরিনারি কর্মকর্তা মোঃ সামসুদ্দিন আহম্মেদ।

গাংনীতে স্বপ্ন সুপার সপকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ভূয়া আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা ব্যবহার কেও বিদেশি পণ্য বাজারজাত ও বিক্রয়ের অপরাধে মেহেরপুরের গাংনীর স্বপ্ন সুপার সপকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিদপ্তর।

আজ বুধবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুর জেলা ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন।

ভ্রাম্যমাণ অভিযানে সহযোগীতা করে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান এবং মেহেরপুর পুলিশের একটি টিম।

ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, গত মঙ্গলবার গাংনী স্বপ্ন সুপার সপে তদারকি করা হয়। তদারকিকালে কিছু বিদেশি পণ্যের আমদানি ও সরবরাহকারক মেসার্স এম এন ট্রেডার্স, ঠিকানা- গুলশান-১, ঢাকা লেখা পাওয়া যায়। পরবর্তীতে এই আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে স্বপ্ন সুপার সপের কাছে তাদের আমদানি ও বাজারজাতকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠানটির নথিপত্র চাওয়া হয়। তারা নথিপত্র দেখাতে ব্যর্থ হওয়ায় ১ দিন সময় দেয়া হয়। কিন্তু বুধবারও তারা বিদেশি পণ্যের আমদানিকারক ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে কোন নথিপত্র দেখাতে পারেনি। এবং স্বপ্ন সুপার সপ কর্তৃপক্ষ অপরাধ ও ভুল স্বীকার করেন। ভুয়া আমদানিকারকের নাম ঠিকানা ব্যবহার করে বিদেশি পণ্য বাজারজাত ও বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং সতর্ক করা হয়।

মেহেরপুরে প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের দায়ে একজনের যাবজ্জীবন জেল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কামারখালী গ্রামে এক প্রতিবন্ধী কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগে গোলাম রসুল নামের এক বৃদ্ধকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে মেহেরপুরের নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো: তৌহিদুল ইসলাম এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে ১০ লাখ জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত গোলাম রসুল গাংনী উপজেলার কামারখালী গ্রামের মৃত দুর্লভ মন্ডলের ছেলে।

আদালত আদেশে বলেছেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১৫ ধারার বিধান অনুযায়ী মো: গোলাম রসুলের অর্থদন্ড ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য হবে। ক্ষতিপূরণের টাকা আসামির বর্তমান সম্পদ হতে আদায় করা সম্ভব না হলে তিনি ভবিষ্যতে যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হবেন সে সম্পদ হতে আদায়যোগ্য হবে। এবং এ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের উপর অন্যান্য দাবী অপেক্ষা ক্ষতিপূরণের দাবী প্রাধান্য পাবে। একই আইনের ১৬ ধারার বিধান অনুযায়ী মেহেরপুর কালেক্টরকে আসামির স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয় প্রকার সম্পদ নিলামে বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ এই ট্রাইব্যুনালে জমা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হলো। ক্ষতিপূরণের উক্ত অর্থ এই ট্রাইব্যুনালে জমা হওয়া সাপেক্ষ্যে তা ভিকটিমকে প্রদান করা হবে।

আদালত আদেশে আরও বলেন, ভিকটিমের গর্ভজাত পুত্র সন্তান আসামি গোলাম রসুল বা মায়ের কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হবেন। পুত্র সন্তানের ২১ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহন করবে। তার ভরণপোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ সরকার আসামীর নিকট হতে আদায় করতে পারবে এবং তার বিদ্যমান সম্পদ হতে উক্ত অর্থ আদায় করা সম্ভব না হলে ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক হবেন সে সম্পদ হতে তা আদায়যোগ্য হবে। মেহেরপুর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে গর্ভজাত পুত্র সন্তানের ভরণপোষণের জন্য প্রদেয় অর্থের পরিমান নির্ধারন করবেন এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ

দিয়েছেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, প্রতিবন্ধী ওই কিশোরী তার মায়ের সাথে কামারখালী গ্রামে বাস করতেন। প্রতিবেশী গোলাম রসুল কিশোরীকে তার জমিতে কচু, মরিচ ও ঘাস উঠানোর জন্য মাঝে মাঝে ডেকে নিয়ে যান। ঘটনার দিন ২০১৫ সালের ২ অক্টোবর সকাল ৭টার সময় কচু ও মরিচের ক্ষেতে ডেকে নিয়ে যান। মাসখানেক পরে প্রতিবন্ধী ওই নারী খাবারের প্রতি অনিহা প্রকাশ করেন, তার মাসিক বন্ধ হয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে বমি করতে থাকেন। এবিষয়ে তার মায়ের সন্দেহ হলে তিনি তার মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। প্রতিবন্ধী ওই নারী ইশারা ও আকার-ইঙ্গিতের মাধ্যমে আসামি মোঃ গোলাম রসুলের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আসামিকে দেখিয়ে দেন এবং কোথায় ও কীভাবে আসামি তার সাথে শারিরীক সম্পর্ক করেছে তা ইশারা-ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন। তখন তার মা আসামি মোঃ গোলাম রসুলের ভাই জহুরুল ও তার স্ত্রী ডালিয়াকে ঘটনার বিষয়ে বলেন। তারা একসাথে প্রতিবন্ধীকে স্থানীয় বাওট স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে প্রস্রাব পরীক্ষা করান এবং জানতে পারেন যে, সে প্রায় ০৪ মাসের অন্তসত্ত্বা।

বাদী অভিযোগ করেন তার প্রতিবন্ধীকে মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষণ করার কারণে সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। ওই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য আসামি মোঃ গোলাম রসুলের ভাই জহুরুল ও তার স্ত্রী ডালিয়া টাকার লোভ দেখিয়ে গর্ভের সন্তান নষ্ট করার জন্য বলেন। বাদি গরিব হওয়ায় আসামি মিমাংসার কর্ণপাত করেন না। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে মোঃ গোলাম রসুলকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। আদালত মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে উক্ত আদেশ দেন।

মামলায় রাষ্ট পক্ষে আসাদুল হক এবং আসামীর পক্ষে মিয়াজান আলী আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মেহেরপুর শহর আ. লীগের সাবেক

সাধারণ সম্পাদক আক্কাস গ্রেফতার

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উপর হামলা ও ভাঙচুর মামলায় মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলীকে
(৫৫) গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে সদর থানা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জহিরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি দল আক্কাস আলীর দোকানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেন। আওয়ামী লীগ নেতা আক্কাস আলী শহরের হোটেলপাড়া এলাকার আব্বাস উদ্দিনের ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ কনি মিয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

৫ আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মিছিলের পর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেওয়া ও ভাঙচুরের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় আক্কাস আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সদর থানার মামলা নং ২০।

বাড়ি মেহেরপুরের ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

বাড়ি মেহেরপুর অরাজনৈতিক, অলাভজনক, সামাজিক ও সেবামূলক সংগঠন জনপ্রকৌশল অধিদপ্তর সংলগ্ন, মেহেরপুর প্রধান কার্যালয়ে ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক আয়োজন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) বিকেল ৫টার সময় বাড়ি মেহেরপুর অরাজনৈতিক, অলাভজনক, সামাজিক ও সেবামূলক সংগঠন জনপ্রকৌশল অধিদপ্তর সংলগ্ন, মেহেরপুর প্রধান কার্যালয়ে ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক পালন করা হয়।

বাড়ি মেহেরপুরের প্রতিষ্ঠাতা এডমিন আমেরিকান প্রবাসী এম এম নুরুজ্জামান বাবু সহযোগিতায় ও বাড়ি মেহেরপুরের এর উদ্যোগে এই সময় উপস্থিত ছিলেন, মোহাম্মদ রিনু (এডমিন), নাসরিন বিনতে মেরাজ (এডমিন), এম এ মাবুদ (মডারেটর), আসাদুজ্জামান খান রাজ (এডমিন), মো: একরামুল, মো: সোহেল, মো: আসিব, মো: রায়হান সদস্য প্রমুখ।

মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

ভারতীয় পুরোহিত রামগিরি মহারাজ বিজেপি নেতা নিতেশ নারায়ণ এবং বাংলাদেশের পার্থ বিশ্বাস পিন্টু কর্তৃক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তি এবং ফিলিস্তিনের গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলির বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) বিকেল ৫ টার দিকে মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদ ও ইমাম পরিষদের আয়োজনে মেহেরপুর শহরের জেলা মডেল মসজিদ চত্ত্বরে থেকে এই মিছিল শুরু হয়।

“রামগিরির দুই গালে জুতা মারো তালে তালে”, “বিশ্ব মুসলিম অস্ত্র ধরো ফিলিস্তিন স্বাধীন করো”, “সাবিলুনা সাবিলুনা আল জিহাদ আল জিহাদ” সহ বিভিন্ন স্লোগানে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌর সভার সামনে এসে মিছিলটি শেষ হয়। পরে যেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে মেহেরপুর জেলা উলামা পরিষদ ও ইমাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার লোকজন অংশগ্রহণ নেয়।

জেলা উলামা পরিষদের সভাপতি হযরত মাও. শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা ইমাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুফতি সাদিকুর রহমান, জেলা উলামা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক

মুফতি হাফিজুর রহমান, অর্থ সম্পাদক মুফতি আবু বকর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি মাও. আঃ কাদের প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তিকারী ভারতের পুরোহিতকে দ্রুত গ্রেপ্তার এবং গাজা ও লেবাননে ইসরায়েলীর বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা জানান। সমাবেশ শেষে মুসলিম জাহানের শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়াও মাও. ইয়ারুল ইসলাম, মাও. খাইরুল ইসলাম, মাও. জাবের হুসাইন, মাও. গোলাম কিবরিয়া, মাও. মহসিন, মাও. মিনারুল ইসলাম, মাও. ইলিয়াস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে দুটি দোকানে ভোক্তার অভিযান, ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায়

উচ্চ মুল্যে ডিম বিক্রি ও ভাউচার না দেওয়ায় ডিম ব্যবসায়ী ও অস্বাস্থ্যকর, নোংরা পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি, বাসি গ্রিল ও খাবার অস্বাস্থ্যকরভাবে সংরক্ষণ করে বিক্রির অপরাধে দুটি দোকানে ২২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ গাংনী উপজেলা শহরে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

তিনি জানান, উচ্চ মুল্যে ডিম বিক্রি ও গ্রাহককে ভাউচার না দেওয়ার অপরাধে মালিককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ২ হাজার টাকা এবং পুর্বে সতর্ক করার পরেও নোংরা পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি, বাসি গ্রিল অন্যান্য খাবার অস্বাস্থ্যকরভাবে সংরক্ষণ করে পুনরায় বিক্রি করা, কর্মচারিদের স্বাস্থ্যবিধি না মানা, জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি বিভিন্ন রকম ছাপা ও লেখা কাগজের ঠোংগা

ব্যবহারসহ বিভিন্ন অপরাধ মেসার্স গাংনী সুইটস এন্ড বিরিয়ানি হাউজের মালিককে একই আইনের ৪৩ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় হোটেলে রাখা প্রচুর পরিমাণ অস্বাস্থ্যকর ও বাসি খাবার জনসম্মুখে নষ্ট করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান এবং মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম।

পরে উপজেলা শহরের বিভিন্ন ডিম, মাংশ, মাছ, সবজি হোটেল ও মুদি দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

আইন মেনে সকলকে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও কেনা- বেচার ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়।

এ সময় ব্যবসায়ী ও জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে হিন্দু ধর্মালম্বী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু ধর্মালম্বী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৮ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার ও বড় বাজারের ২৫ জন হিন্দু ধর্মালম্বী ব্যবসায়ীদের মাঝে এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস এন্ড বিজনেসমেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (আই.বি.ডব্লিউ.এফ) মেহেরপুর জেলার শাখার আয়োজনে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পৌর

জামায়াতের আমির ও কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার।

এ ছাড়াও ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টস এন্ড বিজনেসমেন ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (আই.বি.ডব্লিউ.এফ) মেহেরপুর জেলার শাখার সভাপতি মোঃ সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন পলাশ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সোহেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের স্মারকলিপি প্রদান

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের যোগ্যতা, কর্মপরিধি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা বিবেচনা করে মেধাবীদেরকে এই পেশায় আকৃষ্ট করতে এবং ধরে রাখতে সহকারী শিক্ষক ১০ম গ্রেড, (প্রস্তাবিত) সহকারী প্রধান শিক্ষক ৯ম গ্রেড ও প্রধান শিক্ষক পদ ৮ম গ্রেডের বেতনস্কেলে উন্নীত করণসহ ১০ দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেল পাঁচটার সময় মেহেরপুর সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি নাজমুল হক লিটনের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজে কাছে ১০ দফা দাবিতে এ স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সাধারণ সম্পাদক আসাদুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক রবিউল ইসলাম রেন্টু, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আলম, মনোয়ার হোসেন, আজিম উদ্দিন, মমতাজ খাতুন, আসমাউন নূরী, এইতেশান প্রমুখ।

মেহেরপুরে পূজা মন্ডপে ২৪২ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য মোতায়েন

শারদীয় দূর্গা উৎসবে মেহেরপুর জেলার ৩৮ টি পূজা মন্ডপে ২৪২ জন আনসার ও ভিডিপি সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।

আজ (৭ অক্টোবর) সোমবার ১০টায় সময় মেহেরপুর জেলা আনসার ভিডিপি অফিস কার্যালয় থেকে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার ৩৮টি পূজা মন্ডপের মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৪ টি মন্ডপে ৬৪ জন পুরুষ ২৮ জন মহিলা সহ ৯২ জন, মুজিবনগর উপজেলার ৭টি মন্ডপে ২৮ জন পুরুষ এবং ১৪ জন মহিলা সহ ৪২ জন, গাংনী উপজেলার ১৭ টি মন্ডপে ৭৪ জন পুরুষ ও ৩৪ জন মহিলা সহ ১০৮ জন ভিডিপি সদস্য তাদের দায়িত্ব পালন করবেন।

এ দিকে পূজা মন্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত আনসার ভিডিপি সদস্যদের নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য মেহেরপুর জেলা কমান্ড্যান্ট সাজ্জাদ মাহমুদ পূজা মন্ডপের দায়িত্বপ্রাপ্ত আনসার ভিডিপি সদস্যদের ব্রিফিং কালে এ আহ্বান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সার্কেল এ্যাডজুটেন্ট আব্দুল আল মামুন প্রমুখ।